মায়ের চোখে জল

কে এম আব্দুল মোমিন

জলছবি প্রকাশন

মায়ের চোখে জল

কে এম আব্দুল মোমিন

দ্বিতীয় সংস্করণ
একুশে বইমেলা, ২০২০

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০০৮

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
সড়ক নং ৬, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

স্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ
সাজিদুল ইসলাম সাজিদ

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা

ISBN : 078-984-94524-1-6

মূল্য ২০০ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.com

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

Copyright @ Author

MAYER CHOKHAY JAL by KM Abdul Mumin
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushye Boimela 2020, Price Taka 200, US $ 7

উৎসর্গ

যে সন্তানেরা মায়ের চোখের জল না-ঝরাতে নিজেদের
জীবন বাজি রাখে, তাদেরকে উৎসর্গ করা হলো
‘মায়ের চোখে জল’

উপক্রমণিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। মা ও মাতৃভূমি অতুলনীয়। 'মা' শব্দ অনাবিল সৌন্দর্য-সুষমা, আদর-স্নেহ ও স্বর্গীয় শান্তির আধার। মা-মাটি-মানুষের অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আবর্তিত আমাদের নশ্বর জীবন।

কবি তাঁর জীবন-দর্শনের বিভিন্ন উপলব্ধি 'মায়ের চোখে জল' কাব্যে কালানুক্রমে বিন্যাস করেছেন। মা-মাটি-মানুষের নিকট তিনি অকপটে ঋণ স্বীকার করে বলেন–

মা মাটি মানুষের কাছে ঋণী আমি
আজন্ম দেউলিয়া যে তাই হয়েই আছি
এ দায় যত যাচ্ছে বেড়ে
শোধ কি বলো করা যাবে? [পৃ. ৪৬]

জননী ও জন্মভূমির প্রতি তাঁর গভীর আবেগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি বলেন–

জন্মভূমির ধুলো-মাটি পরাণ ভরে অঙ্গে মাখি
মায়ের হাসি, ফুলের হাসি জুড়ায় আমার দুটি আঁখি
কোথায় যাব বলতে পার? কীসের আশাতে? [পৃ. ২৯]

ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ভালো ও মন্দকে সনাক্ত করে ভালোকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করা মানবজীবনে শিক্ষাগ্রহণের প্রথম পাঠ। জীবনের ব্রত হওয়া উচিত, নিজে ভালো হয়ে মন্দকে ভালো করা। তাই তিনি বলছেন–

ভালো-মন্দ বুঝতে যে জ্ঞান কেন তাকে খুঁজিস না?
মন্দ বুঝে মন্দ যেন জীবনে তুই করিস না!
ভালো যদি নাইবা করিস, মন্দ থেকে দূরে থাক!
পারিস যদি মন্দকে তুই ভালো করিস, ছাড়িস না! [পৃ. ১৩]

নিজেরা মন্দ কাজ করে যারা ইবলিসের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়, তাদের উদ্দেশে ইবলিসের সাফ জবাব–

ইবলিসে কয়, 'আমারে নয়
নিজকে দায়ী কর,
ভালো-মন্দ বিচার করে
আপন পথটি ধর।' [পৃ. ৬৮]

নিজেকে না জানলে অপরকে জানা যায় না। সঠিক পথে চলাও যায় না। তিনি তাঁর সত্তার স্বরূপ খুঁজছেন,

আছে আমার মুখের আকার
তাই তো আমি মুখটা দেখি
পাই না খুঁজে মনের আকার
দেখার মতো কই সে আঁখি?
আকাশ-পাতাল খুঁজে ফিরি
'আমি'র আকার কোথায় পাব? [পৃ. ৩০]

মানুষের মনে যে চিন্তার উদয় হয়, কর্মে তার প্রতিফলন ঘটে। সৎ চিন্তায় সৎ কর্ম। মনকে সংযত করা প্রয়োজন যেন অসৎ চিন্তা থেকে বিরত থাকা যায়। এজন্য মনের গলায় তিনি লাগাম দিতে বলছেন–

মন যদি হয় পাগলা ঘোড়া
দিগ্বিদিকে দৌড়াবে?
মনতরীতে না থাকলে হাল
অকালে সে ডোবাবে
মানুষ হতে মনের গলায় লাগাম প্রয়োজন। [পৃ. ৭৫]

সংকীর্ণ মনে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। মনকে বড় করলে এ সমস্ত অনাকাঙ্ক্ষিত দোষগুলো সহজেই পরিহার করা যেতে পারে। তাই তিনি বলেন–

মন কি তোমার রঙিন ফানুস
করলে বড়, ফেটে যাবে?
মন কি তোমার কাঁচের গেলাস
পড়ে গেলে ভেঙে যাবে? [পৃ. ৩২]

অবিশ্বাস যেন ভাইরাসের মতো সমস্ত দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ কারো প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না। খোলা মন নিয়ে একে অপরের সাথে মিশতে গিয়ে শঙ্কিত হচ্ছে। কবির ভাষায়–

অবিশ্বাসের ভাইরাসে ভাই ভাসছে দুনিয়া
মিশছে না রে প্রাণে-প্রাণে প্রাণটা খুলিয়া। [পৃ. ৩৬]

নিছক সামাজিকতার খাতিরে পরস্পরের সাথে মিশলেও সে মেশায় কোন আন্তরিকতা নেই। কেবল লোক দেখানো। অন্তঃসারশূন্য এক সমাজে আমরা বাস করছি। তিনি বলছেন,

বুকে বুকে মিলছে মানুষ, মনে মনে নয়
কইছে কেবল কথার কথা, মনের কথা নয়। [পৃ. ৫৪]

চলমান সমাজের নানা অসঙ্গতি কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্যথিত চিত্তে তিনি সেগুলো তুলে ধরেছেন। যেমন, উপযুক্ত শিক্ষক ছাড়া প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

বক যদি ভাই ধর্ম শেখায়, বেড়াল শেখায় সাধনা
বোকার স্বর্গে বাস করে কেউ স্বর্গ খুঁজে পাবে না
কুমির ছানায় পড়তে দিলে শেয়াল মশাই খায় ধরে। [পৃ. ২৫]

'সততা ব্যবসার মূলধন' কথাটি যেন অনেক ব্যবসায়ীরা ভুলে গেছেন। যেকোন উপায়ে লাভ করতে তারা তৎপর। অর্থই তাদের নিকট মুখ্য। অবলীলায় তারা বলছেন–

সততায় কাজ নাই, ব্যবসায় লাভ চাই
যেনতেন প্রকারেন আমাদের টাকা চাই! [পৃ. ১৮]

মিথ্যের জয়-জয়াকার চলছে। যে যেভাবে পারে অবলীলায় মিথ্যে বলে চলেছে। মানুষ যেন সত্য কথা বলতে ভুলে গেছে। মিথ্যের এই সমাজে কবি সত্যকে খুঁজে ফিরছেন,

মিথ্যে জেনেও গাইছে সাফাই
আমাদের এই সমাজে ভাই,
সত্যটা যে কোথায় গেছে? খুঁজছি তাকে আজ মিছাই? [পৃ. ২৭]

স্বার্থান্ধ বর্গি-ব্রিটিশ-পাকিস্তানিরা বাজপাখির মতো এদেশের সম্পদ লুট করে পালিয়েছে। কিন্তু তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশীয় চালবাজ, ধরিবাজ, পকেটবাজ, গলাবাজ, কলমবাজসহ নানা ধরনের বাজেরা নিজেদের জন্মভূমি ও মানুষের সাথে নির্লজ্জভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করছে–

বাজপাখি তো দেশ ছেড়েছে
বাজেরা তাই হাল ধরেছে
ঝঞ্ঝাবাতে দুলছে তরণি
পকেটবাজে দেশ ছেয়েছে
চোখের মাথা সব খেয়েছে
অন্ধকারে কাঁদছে জননী। [পৃ. ৩৮]

পার্থিব অর্থ-সম্পদের মোহে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে। অথচ এ সমস্ত সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। ববং মানুষকে ভালোবেসে তাদের অন্তরে স্থান লাভ করতে পারলে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে। হাছন রাজা রঙিন দালান-কোঠা তৈরি করেননি। কিন্তু মানুষের মণিকোঠায় আজও ভাস্বর হয়ে আছেন। কবি তাই বলছেন–

লক্ষ মনে ঘর বানাইয়া
হাছন রাজা গায় নাচিয়া
মানুষের অন্তরে থাকে মানুষ চিরকাল। [পৃ. ৫৫]

লক্ষ পকেট খালি করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা মানুষের লক্ষ্য হতে পারে না। মানুষকে ধোঁকা দিয়ে হাততালি পাওয়াও জীবনের সাধনা নয়। তিনি বলেন–

নাই বা হলাম কাজের কাজী
পেতে হাজার হাতের তালি
নাই বা পেলাম বাড়ি-গাড়ি
লক্ষ পকেট করে খালি,
যেন হই মানুষ কোনো
মানুষেরই পথটা ধরি। [পৃ. ৫২]

দেশ পরিচালনায় সৎ নেতা নির্বাচনের বিকল্প নেই। এ বিষয়ে জনগণকে অবশ্যই সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে। কবি বলছেন–

লোক না চিনে ইলেকশানে
ভোট যেন কেউ দিও না
দিনে সাধু রাতে ডাকাত, এমন নেতা করো না। [পৃ. ২২]

তরুণপ্রজন্মের অনেকেই পথভ্রষ্ট ও মাদকাসক্ত। জীবনের দিশা খুঁজে পাচ্ছে না। সবাই বলে তারা নষ্ট ছেলে। কিন্তু কবির জিজ্ঞাসা–

সবাই বলে নষ্ট ছেলে,
মায়ের চোখে জল!
করেনি মা নষ্ট তাকে,
কে করেছে বল? [পৃ. ১৬]

এই তরুণ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন–

আয় রে সবাই দেই গড়ে দেই
তাদের চলার পথ করে দেই
ওরাই মোদের স্বপ্ন-আশা
ওরাই মোদের ভালোবাসা
আমাদের বক্ষজোড়া। [পৃ. ১৫]

সকলকে তিনি একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য বলছেন–

একুশ আমাদের সাহসী উচ্চারণ
একুশ আমাদের সত্তার জাগরণ
একুশ আমাদের দৃপ্ত উত্তরণ
একুশ আমাদের মমতার বন্ধন। [পৃ. ১৯]

এভাবে তিনি মা-মাটি-মানুষ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে রচিত ৬৩টি গীতি কবিতা নিয়ে 'মায়ের চোখে জল' কাব্যটি প্রকাশ করেন ২০০৮ সালে। কাব্যটির বর্তমান সংস্করণে স্থান পেয়েছে মোট ৮৪টি গীতি কবিতা। অধিকাংশই বাউলধর্মী লোকগীতি।

সঙ্গীত হলেও এগুলো জীবনের নানাদিক তুলে ধরেছে। বলা যেতে পারে, চলমান জীবন ও জগতের বিশ্বস্ত রূপায়ন, যা দিক নির্দেশনাও দিয়েছে।

গান সম্পর্কে কবির উপলব্ধি হচ্ছে–

গান তো শুধু গান নয়রে কাব্য জীবনের
দুঃখ-সুখের নাগরদোলায় কাঁপন হৃদয়ের
সুর-তাল-লয়-ছন্দে সে তো শিল্প অরূপের
অরূপের সে রূপের ছোঁয়ায় নাচন অন্তরের। [পৃ. ৪০]

উপযুক্ত সুরকার ও শিল্পীর ছোঁয়ায় এ গানগুলো প্রাণ পেতে পারে বলে আমি মনে করি। এটা যে জীবনের কাব্য সে বিষয়ে বিচারের ভার সহৃদয় পাঠকের উপর রইল। রচনাকাল ও কথার দিকে দৃষ্টি দিলে তারা বিষয়টি যথার্থরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। আশা করি কাব্যটি তাঁদের হৃদয়কে স্পর্শ করবে।

সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা জলছবি প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক কবি নাসির আহমেদ কাবুল কাব্যটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় প্রকাশনাটি মানোত্তীর্ণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

মা-মাটি-মানুষের মঙ্গল কামনায় কে এম আব্দুল মোমিন রচিত 'মায়ের চোখে জল' কাব্যটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

প্রফেসর ড. সুজিত সরকার
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিন্যাসক্রম

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভালো-মন্দ বুঝতে যে জ্ঞান	১৩
২.	র‍্যাপ-রক-ব্যান্ড গাই	১৪
৩.	শির উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে	১৫
৪.	সবাই বলে, নষ্ট ছেলে	১৬
৫.	আঁধার থেকে আলোয় এসে	১৭
৬.	সততায় কাজ নাই	১৮
৭.	একুশ আমাদের সাহসী উচ্চারণ	১৯
৮.	পদ্মার ঢেউ আর কেন আসে না?	২০
৯.	আয়রে সবাই প্রাণ খুলে গাই	২১
১০.	লোক না চিনে ইলেকশানে	২২
১১.	কাক যদি ভাই ধর্ম শেখায়	২৩
১২.	বিকেলে দেখছি ঘুরে	২৪
১৩.	রাঘব-বোয়াল পরছে মালা	২৫
১৪.	হিংসাতে যে শত্রু বাড়ে	২৬
১৫.	মিথ্যে জেনেও গাইছে সাফাই	২৭
১৬.	যৌবনে পা রাখলে কেন	২৮
১৭.	চায় না এ মন পাখনা মেলে	২৯
১৮.	কেমন করে দেখব আমায়	৩০
১৯.	দুই চোখে যা দেখছি আমি	৩১
২০.	মন কি তোমার রঙিন ফানুস	৩২
২১.	বাজারে ফুল তোমরা যারা	৩৩
২২.	আঁকা-বাঁকা নদীর মতো	৩৪
২৩.	বলতে পার জীবন কেমন?	৩৫
২৪.	অবিশ্বাসের ভাইরাসে ভাই	৩৬
২৫.	ঈশানকোণে বিশ্বায়নের	৩৭
২৬.	বাজপাখি তো দেশ ছেড়েছে	৩৮
২৭.	জীবনটা কি বৃষ্টি ধারা	৩৯
২৮.	গান তো শুধু গান নয়রে	৪০
২৯.	নাইবা পেলি জীবনে তুই	৪১
৩০.	সখি রে তোর প্রেম-যমুনায়	৪২
৩১.	মুরশিদ আমার অন্তরে দাও	৪৩
৩২.	কে বলে রে এই দুনিয়ায়	৪৪

৩৩.	আঁধার থেকে আলোয় এসে	৪৫
৩৪.	আমি আজন্ম ঋণী	৪৬
৩৫.	চাঁদের ওই কিরণ কি রে	৪৭
৩৬.	বাবা আদম বাইত লাঙল	৪৮
৩৭.	আমি তো নাঙলা চাষা	৪৯
৩৮.	যায় কি ধরা রুই-কাতলে	৫০
৩৯.	কেউ মরে বিল সেচে	৫১
৪০.	আমি নই চামচা কারো	৫২
৪১.	মনের মানুষ খোঁজার আগে	৫৩
৪২.	বুকে বুকে মিলছে মানুষ	৫৪
৪৩.	কী ঘর বানাইলা হাছন	৫৫
৪৪.	বাপ যদি হয় বাপের মতো	৫৬
৪৫.	জীবন এখন চলছে না আর	৫৭
৪৬.	সব ঝিনুকে রয় কি মতি?	৫৮
৪৭.	এই দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে	৫৯
৪৮.	এই দুনিয়ার বিচার-আচার	৬০
৪৯.	যায় যদি দিন দুখ-দহনে	৬১
৫০.	জীব-জানোয়ার এই দুনিয়ার	৬২
৫১.	চাল চালে কোন চালাক চাচা	৬৩
৫২.	কেউ বলে নাচুনি বালা	৬৪
৫৩.	যদি মন নাইরে হাসে	৬৫
৫৪.	কথা দিয়ে রাখলে কথা	৬৬
৫৫.	পরের তরে মন কাঁদে যার	৬৭
৫৬.	ইবলিসে কয়	৬৮
৫৭.	বাংলাদেশের বীরাঙ্গনা	৬৯
৫৮.	শিবের ভক্ত চাঁদ সদাগর	৭০
৫৯.	মন আমার ইন্টারনেট	৭১
৬০.	নাই যদি দাও প্রেম আমারে	৭২
৬১.	দুদিনের এই জেন্দেগিতে	৭৩
৬২.	নিজের হাতে দেব্‌তা গড়ে	৭৪
৬৩.	পাগলা ঘোড়ার পিঠে চড়ে	৭৫
৬৪.	কে মানুষ কে নয়রে মানুষ	৭৬
৬৫.	ফেসবুকের এই আজব জগৎ	৭৭
৬৬.	বুঝতে বুঝতে বুঝে দেখি	৭৮
৬৭.	ছেড়ে দিলাম কম্বল আমি	৭৯

৬৮.	জন্ম যদি দুঃখ-দহে	৮০
৬৯.	লাফ দিয়ে চাঁদ যায় কি ধরা	৮১
৭০.	জীবজগতে খেলছে না কে	৮২
৭১.	ভুলে ভুলে ভুল করেছি	৮৩
৭২.	মাথা আমার নষ্ট পুরাই	৮৪
৭৩.	বাঁশা-বাঁশি	৮৫
৭৪.	সব কিছু আজ স্পিড হারিয়ে	৮৬
৭৫.	ময়ূরের পালক পরে	৮৭
৭৬.	চারদিক ঠগবাজ	৮৮
৭৭.	কানের সাথে আছে মাথা	৮৯
৭৮.	আমি তো মনপূজারী	৯০
৭৯.	কে পাগল কে নয়রে পাগল	৯১
৮০.	পুঁথি-পাঁজি মরলি খুঁজে	৯২
৮১.	ভাগ্যচক্র কিম্বা কপাল	৯৩
৮২.	ঘুষে বল নাউজুবিল্লাহ	৯৪
৮৩.	এই দুনিয়ার লীলাখেলা	৯৫
৮৪.	ভেবে ভেবেই যাচ্ছে জীবন	৯৬